“ঘরে বসেই শিক্ষা ”
Continuing Education at Home

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রযুক্তির ব্যবহার
Use of ICT in Combating CoronaVirus Situation

পটভূমি:

সারাবিশ্ব করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষাপটে তা মোকাবেলার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। চীন ইউনেস্কো’র সহায়তায় একটি হ্যান্ডবুক তৈরি করেছে। জাপান, সিঙ্গাপুর ও কোরিয়ার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অল্প সময়ে অনলাইন ক্লাসের প্রস্তুতি নিয়েছে। এ সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে। শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার প্রেক্ষাপটে দেশের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানসহ সকলে পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখার প্রয়াস প্রয়োজন।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রস্তুতি/সক্ষমতা :

১. বিদ্যমান পরিস্থিতিতে শিক্ষা-কার্যক্রম ডিজিটাল উপায়ে চলমান রাখতে বাংলাদেশ সক্ষম।
২. একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসারে কনটেন্ট প্রচারের জন্য পর্যাপ্ত টেলিভিশন-রেডিও অবকাঠামো বিদ্যমান।
৩. সারাদেশে অনলাইনে কনটেন্ট প্রচারের সুবিধা বিদ্যমান ।
৪. অনেক প্রতিষ্ঠানে অনলাইন কনটেন্ট ডেভেলপ করা আছে।
৫. দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার বিদ্যমান।
৬. শিক্ষা প্রশাসন নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে অডিও ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট সারাদেশে দ্রুত বিতরণ সম্ভব।
৭. গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের জন্য স্থানীয় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে অডিও-ভিজ্যুয়াল কন্টেন্ট সরবরাহ সম্ভব।
৮. দেশীয় অনলাইন পোর্টাল এবং মোবাইল প্ল্যাটফর্ম গুলোতে কন্টেন্টসমূহ আপ রাখা সম্ভব।
৯. নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ অবকাঠামো বিদ্যমান।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে করনীয়:

১. শিক্ষকদেরকে ফ্রি এবং সহজে ব্যবহার উপযোগী অনলাইন ক্লাস পরিচালনার মাধ্যমগুলো যেমন: গুগল ক্লাসরুম, এডমডো, স্কাইপ, জুম, ফেসবুক বা ইউটিউব লাইভ, মেসেঞ্জার, বেসরকারি পর্যায়ে তৈরি বিভিন্ন প্ল্যাটফরম, মুক্তপাঠ প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া। এক্ষেত্রে তাদের জন্য ই-লার্নিং মডিউল তৈরি করা যেন ঘরে বসেই তাঁরা ডিজিটাল শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতা অর্জন করতে পারেন।

২. ডিজিটাল এডুকেশনএর মাধ্যমে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩. লাইভ ক্লাসরুমের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪. অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং বেশি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো যা সাধারণত বাসায় শিক্ষার্থীরা নিজে বা পরিবারের সাপোর্ট নিয়ে করতে পারেনা যেমন: গণিত, বিজ্ঞান, ইংরেজি, আইসিটিসহ অন্যান বিষয় ও বিষয়বস্তু চিহ্নিত করে সেগুলোর উপর সহজবোধ্য কন্টেন্ট তৈরি ও বিতরণ।

৫. টেলিভিশনের মাধ্যমে মডেল ক্লাসরুম/রেকর্ডেড ক্লাস প্রচার করা এবং শহর ও গ্রামের প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেয়া। প্রয়োজনে রেডিওর মাধ্যমে সচেতনতা ও শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম প্রচার করা।

৬. অভিভাবকের সহায়তায় শিক্ষার্থীদেরকে ডিজিটাল এডুকেশন সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত করা।

৭. অভিভাবকদের সচেতনতা ও ডিজিটাল শিক্ষাকার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৮. শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিয়ে আসা।

৯. প্রয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছে অফলাইন কন্টেন্ট সরবরাহ করা।

১০. ডিজিটাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

১১. ডিজিটাল এডুকেশন পরিচালনার জন্য বর্তমানে বিদ্যমান প্রযুক্তিসমূহের সমন্বয় করা।

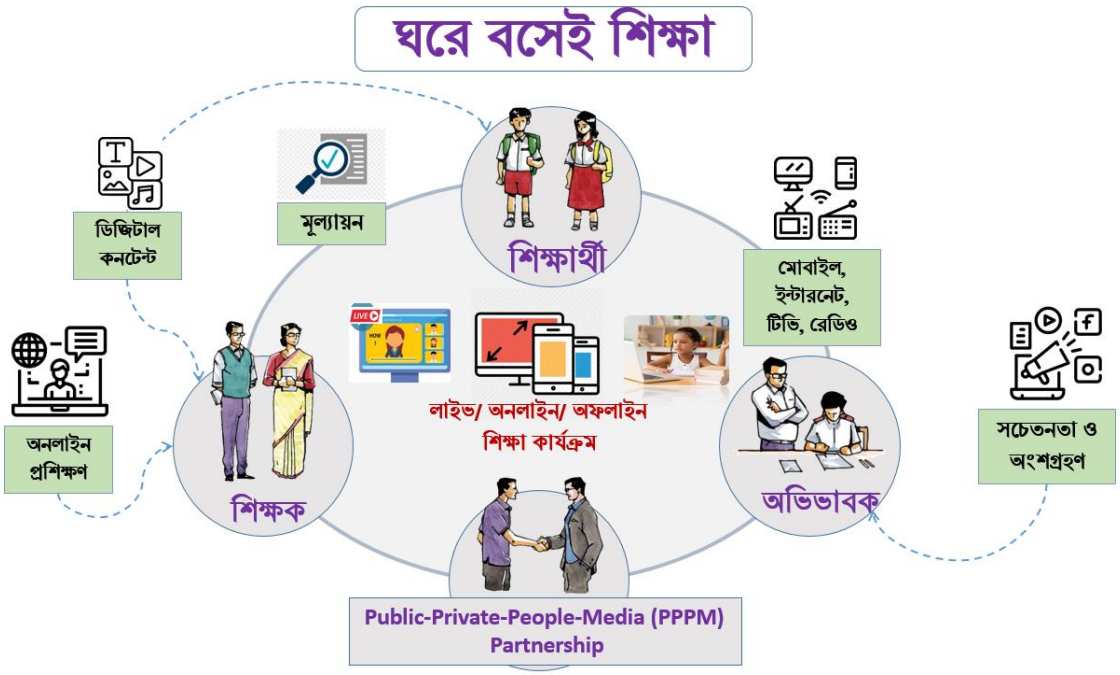

চিত্র: ঘরেবসেইশিক্ষা

প্রস্তাবিত কৌশল:

১. সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর (স্বাস্থ্য, শিক্ষা,তথ্য,আইসিটি), প্রাইভেট-পার্টনার, উন্নয়ন সহযোগী, মিডিয়াসহ সকলের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২. শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই সময়ে ডিজিটাল শিক্ষা সহ কতগুলো মৌলিক বিষয়ের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং ডিজিটাল শিক্ষায় তাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩. বিভিন্ন অনলাইন প্লাটফরম (গুগল ক্লাসরুম, জুম, স্কাইপ) ব্যবহার করে লাইভ ক্লাসের ব্যবস্থা করা যায়।

৪. দেশের নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণের সহযোগিতা নিয়ে ভিডিও লেকচার তৈরি করে অনলাইন প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে প্রচারকরা।

৫. টিভি চ্যানেলগুলোর সহযোগিতায় ক্লাস-বিষয়-অধ্যায় অনুসারে শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া যেন শিক্ষা বিঘ্নিত না হয়।

৬. বিভিন্ন প্রকার লার্নিং ম্যাটেরিয়াল এবং ধারাবাহিক মূল্যায়ন উপকরণ তৈরি করার জন্য শিক্ষকদের প্রেষণা প্রদান এবং একটা কেন্দ্রীয় প্লাটফরমের মাধ্যমে লার্নিং ম্যাটেরিয়াল গুলো শেয়ার করা।

৭. এমনভাবে পুরো প্রক্রিয়াকে **গেমিফিকেশন** করা যেন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী সকলের জন্য ব্যাপারটা আনন্দপূর্ণ অভিজ্ঞতা হয়। সেরা শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের জন্য ইনসেনটিভএর ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৮. জেলা বা উপজেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে যেন সকল শিক্ষার্থী এই ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আসে।

৯. কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট এবং ডিস্ট্রিবিউশন বিষয়ে **একটি** জাতীয় কমিটি করা যেতে পারে। কমিটির সভা এবং সিদ্ধান্ত অনলাইনে ইহতে পারে।